www.dghs.gov.bd

কমিউনিটি এইচএমএইচএস

ই-নিউজলেটার

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ইস্যু-৫ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৫

এইচএমআইএস-এর কার্যকর উদ্যোগ সমূহ

ডাটার মান উন্নয়নে সিএইচসিপি-দের এইচএমআইএস কর্মশালার সফলতা

সিরাজগঞ্জ জেলার ৯উপজেলায় মোট কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ৩৩৭। জেলার সকল সিএইচসিপিদের জন্য সম্প্রতি ২দিন ব্যাপি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ১৮টি ব্যাচে এই কর্মশালা সংগঠিত হয়। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি গর্ভবতী মহিলা ও ৫বছরের নীচে শিশুদের সেবার রেকর্ড জাতীয় ডাটাবেইসে সংরক্ষণ করা। ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই কর্মশালার আয়োজন করে।

বর্তমানে সিএইচসিপিরা প্রতিমাসে ৪টি ছকে অনলাইনে ডিএইচআইএস-২ এর মাধ্যমে মাসিক প্রতিবেদন প্রদান করছেন এবং গর্ভবতী মা ও ৫বছরের নীচে শিশুর রেজিষ্ট্রেশন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সিএইচসিপিদের অনলাইন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ইনডিকেটরের সংজ্ঞা সমন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী মা ও ৫বছরের নীচে শিশুর জন্যে ফর্ম ২টিতে প্রদেয় ডাটা সমন্ধে সম্যক ধারণা দেয়া হয়। এছাড়াও আইসিটি বিষয়েও প্রশিক্ষণার্থীদের বাড়তি তথ্য দেয়া হয় যা তাদের মধ্যে উৎসাহ তৈরী করে। সেই সাথে সিএইচসিপিদের ব্যবহৃত ল্যাপটপ-কম্পিউটারের ত্রুটি গুলো নোট করা হয় এবং কিছু সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হয়। এছাড়াও সিএইচসিপিদের নতুন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইন্টারনেটের অপ্রতুলতা বিষয়েও নোট নেওয়া হয় যা অনলাইনে ডাটা প্রদানের নানা রকম বাধা তৈরী করছে। প্রশিক্ষণ চলাকালে সিএইচসিপিদের তারুণ্য একটি ইতিবাচক দিক ছিল বলে পরিলক্ষিত হয় এবং অনেকেই অনলাইনে কাজ করতে বিশেষ ভাবে আগ্রহী বলে জানা যায়। সিএইচসিপিদের নতুন ডাটা এন্ট্রি সহ এন্ট্রি করা ডাটা সঠিক ভাবে ডাটাবেজে আপলোড হল কি না তা যাচাই করতে শেখানো। ডাটার মান নিশ্চিত করার লক্ষে এই প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ইনডিকেটরের সঠিক সংজ্ঞা সহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেই সাথে ইন্টারনেট সহ কম্পিউটার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে এবং সেগুলো মোকাবেলা করার কৌশলও শেখানো হয়।

কি আছে এতে?

ডাটার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ ১
লক্ষ্মীপুরের লক্ষী ২
আহসানুদ্দিন সিসিঃ কুড়িগ্রামের গর্ব ৪
স্বদিচ্ছাই সমাধান ৬
স্বাস্থ্যসহকারী থেকে পরিসংখ্যানবিদ হয়ে ওঠা ৮
নেতৃত্বে নেত্রকোনা ১০

প্রশীক্ষণার্থীদের সমগ্র সিস্টেম সমন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে চিত্র, ফ্লো-চার্ট সহ মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করা হয় এবং চর্চার মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতি বের করার কৌশল শিখানোর উদ্দেশ্যে গ্রুপওয়ার্কের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের সকল জেলায় পর্যায়ক্রমে এই প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে এবং কম্পিউটার এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ সহ সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে মানসম্মত ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে এইচএমআইএস সফলতা নিশ্চিত করা সহজতর হবে। একটি ইতিবাচক দিক ওয়ার্কশপ চলাকালীন দেখা যায়। অনেক উপজেলাতেই প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রয়োজনীয় টেবিলের ব্যবস্থা ছিল না তথাপি প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেরাই বিকল্প ব্যবস্থায় সেই চাহিদা পূরণ করে ওয়ার্কশপকে সফল করার উদ্যোগ নেয়। সকল স্তরে এমন উদ্যোগ এক সময় এইচএমআইএস-এর অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করবে বলে সকলেরই প্রত্যাশা।

ডাটা এন্ট্রি সহ এন্ট্রি করা ডাটা সঠিক ভাবে ডাটাবেজে আপলোড হল কি না তা যাচাই করতে শেখানো। ডাটার মান নিশ্চিত করার লক্ষে এই প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ইনডিকেটরের সঠিক সংজ্ঞা সহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেই সাথে ইন্টারনেট সহ কম্পিউটার করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে এবং সেগুলো মোকাবেলা করার কৌশলও শেখানো হয়।

লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীঃ এ.এইচ.এম ফারুক

লক্ষ্মীপুর জেলা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত।পশ্চিমে মেঘনা নদী এবং দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত এই জেলাটি উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। জেলায় প্রায় ১৯লক্ষ লোকের বসবাস। পাঁচটি উপজেলা এবং এর অনুর্ভুক্ত ৫৮টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এই জেলা।

জেলায় সর্বমোট চালুকৃত কমিউনিটি ক্লিনিক ১৭৫টি, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ২১টি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৪টি, উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস ১টি এবং জেলা সদর হাসপাতাল ১০০শয্যার ১টি। স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনার ডাটাবেজ ডিএইচআইএস-টু তে এ জেলা ডাটা এন্ট্রিতে শতভাগ সফল। সময়মত সকল ডাটা এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে গুণগতমান সম্পন্ন ডাটা এ জেলায় নিয়মিত আপলোড করা হয়। সেকারনেই স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্মীপুরে এসেছে লক্ষ্মী। জেলার তথ্য ব্যবস্থাপনা সারাদেশের জন্য অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে। আর এই সাফল্যের জন্য কর্মপরিকল্পণা, প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছে।

সফলতার জন্য সিভিল সার্জন অফিসের পরিসংখ্যানবিদ এ.এইচ.এম. ফারুক সর্বাগ্রে সকল ডাটাবেজের সকল অপশান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস-এর প্রশিক্ষণ থেকে আয়ত্ব করেন। কোনরুপ সমস্যা বোধ করলে এমআইএস এর টেকনিক্যাল অংশের সাথে দেখা করে বা ফোন করে সহযোগীতা নেন। এরপর সিভিল সার্জনের অনুমতি নিয়ে প্রতিমাসে একদিন জেলা সকল পরিসংখ্যানকাজে নিয়জিত সহকর্মীদের সাথে সভার আয়োজন করেন তিনি। সভায় ডাটাবেজের খুটিনাটি বিষয়ে সহকর্মীদের শিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। ডাটাবেজে প্রদত্ত ডাটা এনালাইসিস করে ভূল-ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে সংশোধন করতে এবং ডাটা এন্ট্রিকারীদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে পরামর্শ দেন। সে মোতাবেক তার সহকর্মীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নিজেদের ডাটার কোয়ালিটি বিশ্লেষন করে ডাটা এন্ট্রির হার শতভাগ করা সহ গুণগতমান বজায় রাখেন। এছাড়া ফারুক তার অফিসে বসে ডিএইচআইএস২ ডাটাবেজের সকল ডাটা এন্ট্রির হার, ডাটার মান নিয়মিত তদারকি করেন।

কোনরূপ সমস্যা দেখা দিলে বা কোন প্রতিষ্ঠান কোন ডাটা এন্ট্রি না করে থাকলে ডাউনলোড করে কিংবা স্ন্যাপ শট´ করে বা স্ক্রিণশট করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিসংখ্যানবিদকে ইমেইলে প্রেরণ করেন ফারুক। প্রয়োজনে সিএইচসিপি, স্বাস্থ্যসহকারী বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিকে ফোন করে বিষয়টি জানান তিনি। এতে তারা সচেতন হয়ে সাথে সাথেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন্। এইচএসএস ডাটাবেজে নিয়মিত পূরণ করা ও ছবি বা ডকুমেন্ট আপলোড তদারকী করে নিয়মিত আপডেট রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তিনি। এইচআরএম ডাটাবেজ জেলার শতভাগ কর্মরতদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য আপলোড করা হয়েছে।কঠোর তদারকীর মাধ্যমে বদলী, প্রমোশণ, অবসর, নিয়োগ ইত্যাদি হওয়ার সাথে সাথেই ডাটাবেজ নিয়মিত আপডেট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তিনি। উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণে সিএইচসিপি, স্বাস্থ্যসহকারী, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, এসএসিএমও, নার্স সহকর্মীদের নিজে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন ফারুক এবং সকল সমস্যার সমাধান নিয়মিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। যে কোন সমস্যায় দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টা তারা ফারুককে ফোন, এসএমএস করে এবং ফেসবুকে ইনবক্সে লিখে জানান। তিন মাধ্যমেই ফারুক তাদের সমস্যা সমাধান মূলক পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং নিজে সমাধান দিতে সক্ষম না হলে এমআইএস এর সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে সমাধান জেনে নিয়ে সহকর্মীদের সহায়তা করেন।

স্বপ্রণোদিত হয়ে ফারুক লক্ষ্মীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত এমআইএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ গুলোতে ইন্ডিভিজুয়াল রেকর্ড´ বিষয়ে নিজেই সকল সিএইচসিপি ও স্বাস্থ্যসহকারীদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ডাটার গুণগত মান ভালো হওয়ার জন্য শুরুতেই এই তথ্যের জন্য পূর্ণাঙ্গ ফরমেট পূরণ করা বিষয়টি যে বাধ্যতামূলক তার উপর জোর দেন। এই ফরম পূরণ করে লক্ষ্মীপুর জেলায় কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ছাড়াই এযাবৎ ৭৫ হাজারেরও বেশি পরিমান গর্ভবতী মা ও শিশুর অনলাইন প্রোফাইল তৈরী করা হয়েছে। প্রতিটি প্রোফাইলে সেবা গ্রহীতার পূর্ণাঙ্গ তথ্য যেমন: নাম, পিতা-মাতার নাম, বাড়ীর নাম, গ্রামের নাম, ওয়ার্ড´ নম্বর, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা সহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য রেকর্ড´ করা হয়েছে। যার ফলে জেলায় পূণ: পূণ: সেবা গ্রহীতাদের সহজেই চিহ্নিত করে একই রেজিষ্ট্রেশনে সহজেই সেবার রেকর্ড´ করা যায়। এছাড়া এর ফল একই ব্যক্তির ডুপ্লিকেট রেজিষ্ট্রেশন রোধ করা সম্ভব হয়েছে। তৈরী করা প্রোফাইল থেকে সহজেই গর্ভবতী মায়েদের ট্র্যাকিং করা যাচ্ছে। এএনসি ও পিএনসি পাওয়ার যোগ্য মহিলা ও রিভিজিটযোগ্য শিশুকে সহজেই চিহ্নিত করে তার পরিচয় ও ঠিকানা নির্ধারনে সহজ হচ্ছে এবং তাকে খবর দিয়ে সিসি পূণরায় এনে পরবর্তী সেবা প্রদান করতে সুবিধা হচ্ছে। সেকারনেই ইন্ডিভিজুয়াল রেকর্ড´-এর ক্ষেত্রে লক্ষ্মীপুর জেলার ডাটা সারাদেশের নিকট অনুকরণীয়। ফারুক নিয়মিত সিসিতে গর্ভবতী মা ও শিশুর রেজিষ্ট্রেসন তদারকি করেন ও সেবাগ্রহীতার ডিফলটার লিষ্ট চেক করেন। সেই মোতাবেক গর্ভবতী মা শিশুর প্রাপ্য সেবার প্রদানের জন্য মাঠকর্মীদের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পরামর্শ প্রদানও করেন।

ফারুক জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে নার্সদের ইনডোর রোগীরদের রেজিষ্ট্রেশন করে প্রোফাইল তৈরী করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এমআইএস কর্তৃক প্রদত্ত একটি করে কম্পিউটার ইনডোরে প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তিনি। জেলা সদর হাসপাতালে প্রতিটি ওয়ার্ডে´ একটি করে কম্পিউটার প্রদান করেন। মোটিভেশনের মাধ্যমে সকল হাসপাতালে এই নার্সদের উদ্বুদ্ধ করি। কর্মরত নার্সগণ নিজেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে মডেম ও সীমকার্ড´ ক্রয় করেন। প্রতিমাসে নিজেরা ডাটা ক্রয় করে সেই ডাটা দিয়েই ইভেন্ট ক্যাপচারে ইনডোর রোগীদের তথ্য আপলোড করেন। রোগীর ছাড়পত্র, রেফারেল স্লিপ, ডেথ সার্টিফিকেট এখন এই ডাটাবেজ থেকে প্রদান করা হয়। সদর হাসপাতাল বিগত বছর থেকেই শতভাগ ইনডোর রোগীর তথ্য ডিএইচআইএস-টুতে আপলোড করেছেন। উপজেলা পর্যায়ে মাসিক সভাগুলোতে ফারুক নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। ডাটা এন্ট্রিকারী সিএইচসিপি, স্বাস্থ্যসহকারী, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, এসএসিএমও, নার্স সহকর্মীদের সরাসরি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে তাদের ডাটা এন্ট্রির হার, ডাটার মান ডিএইচআইএস-টু এর পিভোট টেবিল, ডাটা ভিজুয়ালাইজার, জিআইএস ইত্যাদি অপশান এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

সভায় যাহাদের ডাটা এন্ট্রির বিষয়ে সমস্যা বা অজ্ঞতা ছিল তাদেরকে নিজেই হাতে কলমে বা দক্ষ সহকর্মীদের মাধ্যমে সমস্যা ও অজ্ঞতা দুর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তিনি। আর সে কারনেই লক্ষ্মীপুর জেলার শতভাগ ডাটা এন্ট্রিকারী/ সার্ভিস প্রোভাইডার ডাটা এন্ট্রি করছেন সফলভাবে। সভায় এন্ট্রিকৃত ডাটার মান এনালাইসিস করে ভূল বা সমস্যাগুলো নির্ধারণ করে সঠিক ও নির্ভূল ডাটা সময়মত কিভাবে এন্ট্রি করা যায় তাহা বুঝিয়ে বলেন ফারুক। সময়মত, নির্ভূল ও সম্পূর্ণ ডাটা কেন প্রয়োজন সে বিষয়েও বুঝিয়ে বলেন তিনি। আর এভাবেই ডিএইচআইএস-টু ডাটাবেজে সময়মত, গুণগত মানসম্পন্ন শতভাগ প্রতিষ্ঠানের ডাটা নিয়মিত হচ্ছে।

আহসানুদ্দিন কমিউনিটি ক্লিনিক, কুড়িগ্রামের গর্ব

ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়ে কুড়িগ্রাম জেলা বাংলাদেশের একটি দুর্গম এলাকা। কুড়িগ্রাম জেলায় ৯টি উপজেলা আছে। চর রাজিবপুর একটি দূর্গম উপাজেলা। জেলার সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ট্রলার। চর রাজিবপুর এর ইউনিয়ন ৩টি। এই উপজেলার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ নদী। আর এই নদীগুলোর কোলঘেষা গ্রামগুলো দেখতে অনেক সুন্দর। আরো রয়েছে ছোট বড় অনেক চর যা দেখলে মনে হয় এক একটা দ্বীপ। আহসান উদ্দিন কমিউনিটি ক্লিনিক রাজিপুর ইউনিয়ন এর জাউনিয়ার চর গ্রামে ১নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। মোট জনসংখ্যা এই ক্লিনিক এর আওতায় ৭২৭১ জন। গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা ৮৯ এবং ৫ বছরের শিশুর সংখ্যা ৫১৪। কমিউনিটি ক্লিনিকের যোগাযোগের ব্যাবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বর্ষা মৌসুমে চারিদিকে পানিতে থৈ থৈ থাকে। কমিউনিটি ক্লিনিকে বিদ্যুতের ব্যাবস্থা নেই। সরকার থেকে প্রদত্ত জিপি ইন্টারনেট অত্যন্ত ধীর গতির। সিএইচসিপি ২০১৪ সালে অনলাইন রিপোর্ট তেমন করতেন না ও ভালভাবে অনেক বিষয়ে বুঝতেন না। কিন্তু এমআইএস ও ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষকের এর মাধ্যমে ৩দিনের হাতে কলমে ট্রেনিং নেবার ফলে এবং মাসিক সভায় বিভিন্ন অনলাইন শিক্ষা ও সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে এইচএ, এফডাব্লিওএ, সিএইচসিপি এবং এনজিও প্রতিনিধি একসাথে বসে গর্ভবতী মায়ের এবং ৫বছরের শিশুর তালিকা হালনাগাদ করে অনলাইনে এন্ট্রি করার জন্য তাগিদ দেন।

আহসান উদ্দিন কমিউনিটি ক্লিনিক, চর রাজিবপুর উপজেলা, কুড়িগ্রাম

সিএইচসিপি বাৎসরিক মত বিনিময় সভায় এলাকার জনগনের মধ্যে ক্লিনিকের তথ্য উপস্থাপন করেন সিএইচসিপি নিজ উদ্যোগে গতি সম্পূর্ণ অন্য কোম্পানির একটি সিম এমং একটি স্মার্টফোন ক্রয় করেন। এই মোবাইল এর মাধ্যমে তিনি অনলইন মাসিক রিপোর্ট ও দৈনিক ইনডিভিসজ্যুয়াল রেকর্ড এর তথ্য প্রদান করেন। ডিএইচআইএস-২ তে ইনডিভিস্যুয়াল রেকর্ড এ ২০১৪ সালে গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা ৫ এবং ৫ বছরের শিশুর সংখ্যা ২৯ অত্যন্ত কম ছিল। কিন্তু ২০১৫ সনে ট্রেনিং নেবার ফলে বর্তমানে গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা ১৬৬ ও ৫বছরের নীচে শিশুর সংখ্যা ৪০৮। সিসির অধিকাংশ তথ্য অনলাইনে প্রেরন করেন এবং যে সব গর্ভবতী মহিলা আসেন না তাদের রেকর্ড ডিএইচআইএস-২ থেকে খুঁজে বের করে সেবা প্রদান করেন এবং অনলাইনে তথ্য প্রদান করেন। মাসিক রিপোর্ট ১০০% সঠিক সময়ে প্রদান করছেন। ক্লিনিকে সিএইচসিপি সামাজিক মানচিত্র, বিভিন্ন শিক্ষামূলক ব্যানার ও ডিসপ্লে-বোর্ডের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলা এবং ৫বছরের শিশুর তালিকা প্রতিমাসে হালনাগাদ করেন। প্রতি মাসে অন্তত ২দিন এইচএ, এফডাব্লিওএ, সিএইচসিপি এবং এনজিও প্রতিনিধি একসাথে বসেন এবং সঠিক তালিকা তৈরি করেন। সিজি ও সিএসজি গ্রুপের মিটিং এ গর্ভবতী মায়ের এবং ৫বছরের শিশুর তালিকা উপাস্থাপন করেন এবং প্রতি মাসের মিটিং এ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন একটি বিষয় নির্ধারণ করে আলোচনা করেন এবং এলাকার জনগনের মধ্যে স্বাস্থ্যবার্তা পৌঁছে দেন। সিএইচসিপি এবং সিজি, সিএসজি গ্রুপের মাধ্যমে দানবাক্স চালু করেন এবং ঘরপ্রতি ৫০টাকা করে সংগ্রহ করেন ও ক্লিনিকের মেরামত ও ভালো কাজের জন্য কিছু পরিকল্পনা করেন যেমন ক্লিনিকের একটি রুম আছে তাতে প্রশিক্ষিত

ধাত্রীর মাধ্যমে নর্মাল ডেলিভারি চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ক্লিনিকটি সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত থাকে সে বিষয়ে তাগিদ দেন। প্রতি জুম্মার নামাজের সময় ইমাম সাহেব এবং সভাপতি সাহেব ও জমিদাতা কমিউনিটি ক্লিনিকের গুরুত্ব এবং গর্ভবতী মা এবং শিশু যাতে সঠিক সেবা পায় এবং নর্মাল ডেলিভারি বাসায় না করিয়ে প্রশিক্ষিত ধাত্রীর মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকে করানো হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

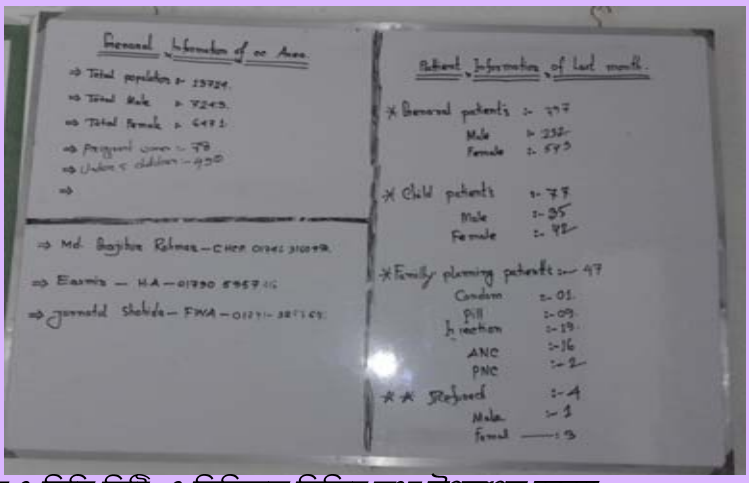

সিএইচসিপি মাসিক রোগীর আপডেট তথ্যবোর্ডের মাধ্যমে ও সিজি মিটিং এ ক্লিনিকের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন

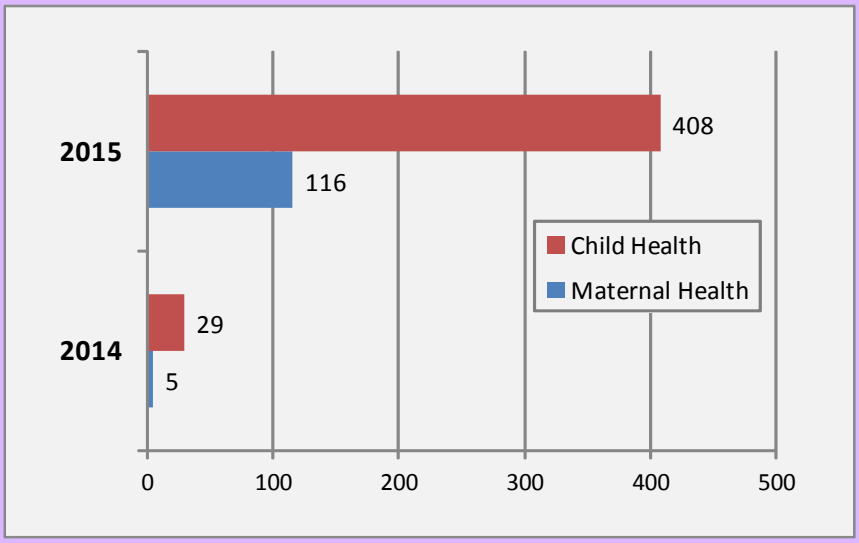

২০১৪-১৫ সনে আহসানুদ্দিন সিসিতে গর্ভবতী মা ও অনুর্ধ ৫ শিশুর এনরোলমেন্ট

ঔষধ সল্পতার কারনে অনেক সময় গরিব অসহায় রুগীরা সেবা গ্রহণে অপারগ বা অনাগ্রহী হয়। সিজি/সিএসজি মিটিং এর মাধ্যমে চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত টাকা দিয়ে একটি ভ্যান যেই গাড়ী ক্রয় করা হয়েছিল তা অনেক সময় এই সব রুগীর যাতায়াতের কাজে ব্যবহার করা হয়। গ্রামবাসী থেকে সংগৃহীত টাকাও গরীব রোগীর চিকিৎসার জন্য ব্যয় করা হয়।

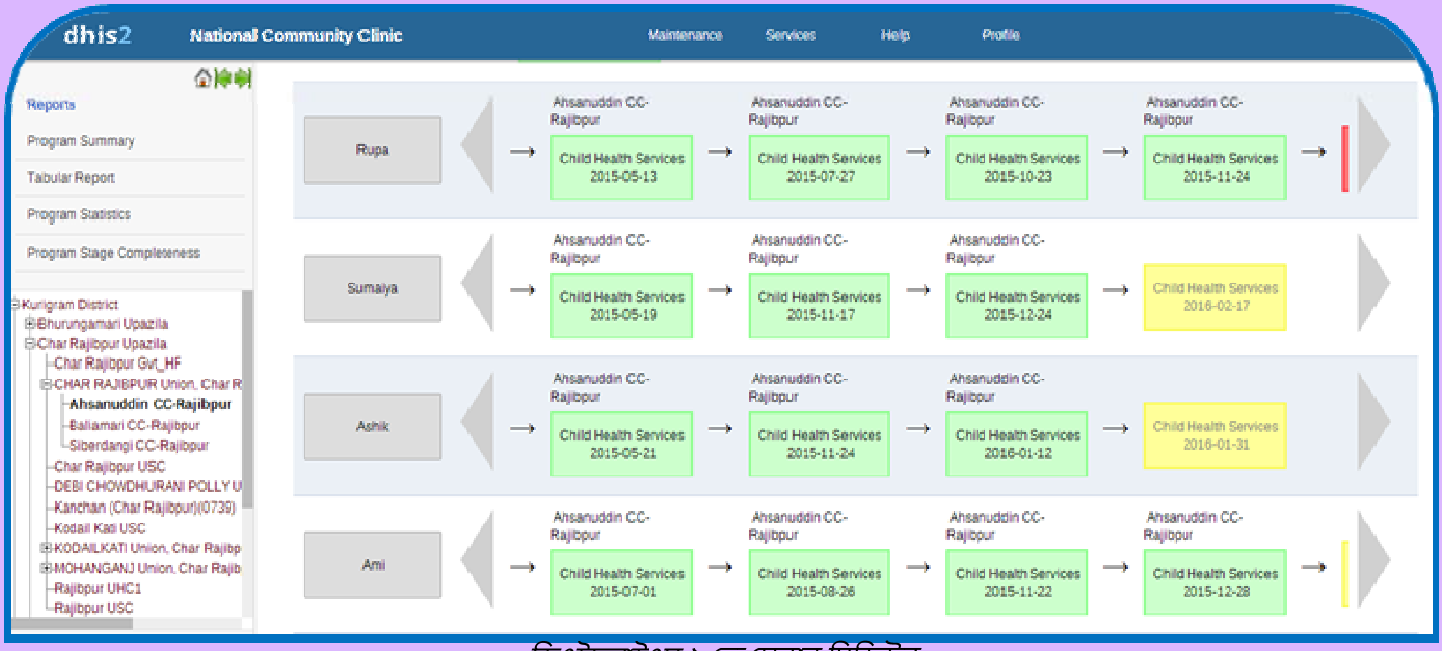

ডিএইচআইএস-২ তে সেবার সিডিউল

স্বদিচ্ছাই সমাধান, লিলি তার প্রমাণ

প্রায় সব ধরণের বাধা বিপত্তিই আছে রাঙ্গামাটির সাপছড়ি কমিউনিটি ক্লিনিকে। বিদ্যুতের অনুপস্থিতি, নেটওয়ার্কের দূর্বলতা, দূর্দশা, সেবাগ্রহীতাদের দূরত্ব, বর্ষায় যোগাযোগের দূর্দশা। পার্বত্য চট্রগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলায় চিত্রটি কিছুটা ভিন্ন। প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি এখানে। তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান হল সাপছড়ি কমিউনিটি ক্লিনিক। যেটি রাঙ্গামাটি জেলার অধীনস্থ কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্গা ইউনিয়নের সাপছড়ি এলাকায় অবস্থিত। এখানে মোট জনসংখ্যা ২,৫৭৬ জন। বর্ষাককালে এখানে যাতায়াত করা কষ্টসাধ্য এবং গ্রামের বিভিন্ন অংশ থেকে কমিউনিটি ক্লিনিক অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এখানকার একমাত্র জীবিকা কৃষিকাজ। সাপছড়ি কমিউনিটি ক্লিনিকে বর্তমানে ৩জন হেলথকেয়ার প্রোভাইডার, ২জন স্বাস্থ্যসহকারী এবং ১জন পরিবার কল্যাণ সহকারী কর্মরত আছেন।

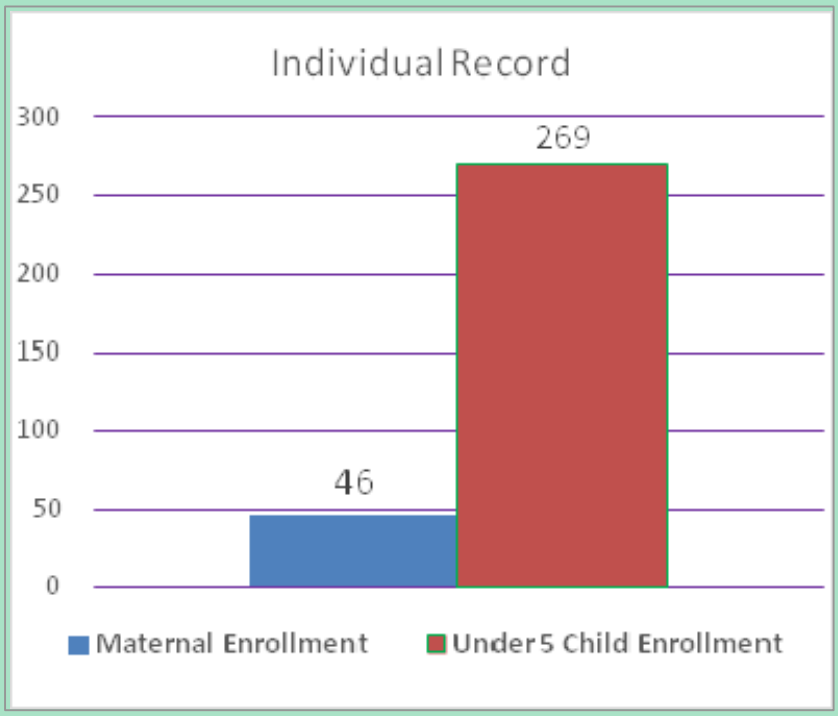

সাপছড়ি কমিউনিটি ক্লিনিক ২০১২ সন হতে চালু হলেও এখানে সেবার মান তেমন ভাল ছিল না এমনকি অনলাইনে রির্পোট দেওয়া সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল না। কিন্তু ২০১৪ সালে নতুন করে উপজেলা হতে অনলাইনে মাসিক রির্পোট প্রেরনের জন্য নির্দেশ প্রদান আসে সিএইচসিপি তখন শঙ্কিত হয়ে পরে। কারন অনলাইনে রির্পোটিং বিষয়ে তার কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না। কিভাবে গর্ভবতী মা ও ৫বছরের নীচের শিশু রেজিস্ট্রেশন করতে হয় তার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এমনকি তাকে সহযোগিতা করার মতো কেউ ছিল না। কিন্তু মাস শেষে রিপোর্ট প্রেরনের চেষ্টা চালিয়ে যেত। সরকারের প্রজ্ঞাপণ অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসহকারী ও এফডাব্লিওএ সপ্তাহে তিনদিন কমিউনিটি ক্লিনিকে বসে তথ্য হালনাগাদ (গর্ভবতী মা ও ৫বছরের নীচের শিশু) করার কথা থাকলেও সিএইচসিপির সাথে কোন সমন্বয় ছিল না। এতে করে সিএইচসিপির পক্ষে কমিউনিটি ক্লিনিকে আসা রুগীর তথ্য ছাড়া অন্য কোন তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষন/হালনাগাদ করার উপায় ছিল না। এভাবে দীঘদিন চলার পর ২০১৫ সালে এপ্রিল মাসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস কর্তৃক আয়োজিত অনলাইনে গর্ভবতী মা ও ৫বছরের নীচের শিশু রেজিষ্ট্রেশন পূরণ এবং মাসিক রির্পোট প্রেরণের উপর ৩দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ইউনিসেফ হতে নিয়োগকৃত প্রশিক্ষক রাঙ্গামাটি জেলা সিভিল সার্জন অফিসের এইচএমআইএস কনসালটেন্ট তিনদিনের প্রশিক্ষণে অনলাইন ডিএইচআইএস-২তে কিভাবে গর্ভবতী মহিলা ও ৫বছরের নীচের শিশু রেজিষ্ট্রেশন করতে হয় এবং মাসিক রির্পোট

প্রেরণ করতে হয় সে বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে সিএইচসিপি লিলি তংচংগ্যা অনলাইন রির্পোটিং এর উপর দক্ষতা অর্জন করেন সেই সাথে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসহকারীরাও অনলাইন রির্পোটিং এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর থেকে প্রশিক্ষক/কনসালটেন্ট প্রতিনিয়ত কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করেন ও কর্তব্যকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাবহারিক সমস্যাগুলোর সমাধান দিয়ে যাচ্ছেন এবং উপজেলা মাসিক সমন্বয় সভায় সমস্যা চিহ্নিত করতে ইউএইচএফপিও সাথে আলোচনা করে সমাধান দেন। আগে যেখানে স্বাস্থ্যসহকারী ও এফডাব্লিউএ মাসে একবারও কমিউনিটি ক্লিনিকে বসতেন না সেখানে এখন স্বাস্থ্যসহকারী ও এফডব্লিওএ নিয়মিত কমিউনিটি ক্লিনিকে বসে তথ্য হালনাগাদ (গর্ভবতী মা ও ৫বছরের নীচের শিশু) করেন।স্বাস্থ্যসহকারী ও এফডাব্লিওদের

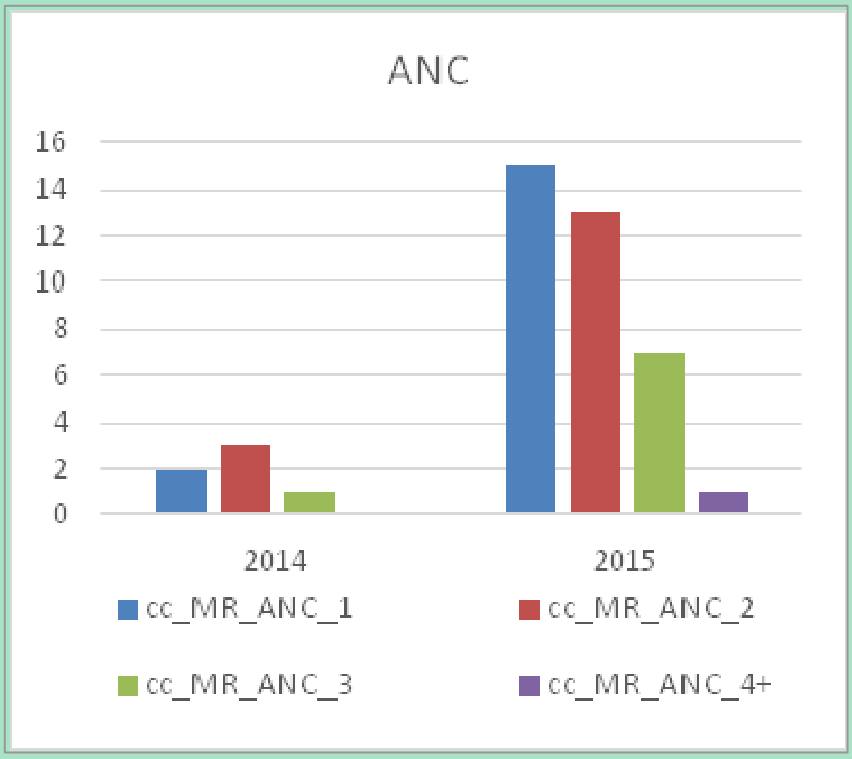

সাথে সমন্বয় করে নিয়মিত তথ্য ও সেবা প্রদান করে হচ্ছে যা এলাকাবাসীর সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার মান নিশ্চিত করছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে বসে অনলাইনে রেজিষ্ট্রেশন করার কথা থাকলেও তা বাস্তবে এই ক্লিনিকে তা সম্ভব ছিল না। কারণ এমআইএস কর্তৃক প্রদত্ত ল্যাপটপ ও মোডেম দিয়ে ভালভাবে কাজ করা যায় না, কমিউনিটি ক্লিনিকে ইন্টারনেট পাওয়া যায় না, বিদ্যুৎ সংযোগও নাই, পানির ব্যবস্থা নাই। মাস শেষে ক্লিনিক বন্ধ রেখে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে মাসিক রির্পোট অনলাইনে প্রেরণ করতে হয়। এরইমধ্যে দিয়ে লিলি তংচংগ্যা, সিএইচসিপি নিজ উদ্যেগে কমিউনিটি গ্রুপের সহায়তায় পার্শ্ববর্তী উচ্চবিদ্যালয় হতে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করেন, ক্লিনিকের চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখেন। নিয়মিত ক্লিনিক পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে সকল কাজ করে থাকেন। প্রদত্ত ল্যাপটপ ও মোডেমে কাজ করতে সমস্যা হওয়াতে সিএইচসিপি তার নিজের ব্যাক্তিগত স্মার্টফোনে টাকা রির্চাজ করে ক্লিনিকে সেবা নিতে আসা গর্ভবতী মা ও ৫বছরের নীচের শিশুর তালিকা আলাদা একটি খাতায় তুলে নিয়ে দিন শেষে বাড়িতে অথবা নিজপাড়ার যেখানে ইন্টারনেট ভাল পাওয়া যায় সেখানে বসে অনলাইন ডিএইচআইএস-২তে দৈনিক গর্ভবতী মা ও ৫বছরের নীচের শিশু রেজিষ্ট্রেশন পূরণ করে এবং মাসিক রির্পোটও প্রেরণ করে থাকে যা আপাত অসাধ্য কাজকে সাধন করে দেখিয়েছেন। রির্পোট প্রেরণের পর সিএইচসিপি লিলি তংচংগ্যা এইচএমআইএস-কনসালটেন্ট এর সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সঠিকতা যাচাই করেন এবং কোন ভূল হলে সাথে সাথে সংশোধন করে নিশ্চিত হন। প্রশিক্ষণের পূর্বে অনলাইন ডিএইচআইএস২-তে শুধুমাত্র সেবার সংখ্যা ছিল কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ ছিলনা বিশেষ করে গর্ভবতী ও ৫বছরের নীচের শিশুর তথ্যই ছিল না এতে করে নির্দিষ্টভাবে কোন মা বা শিশু কবে কখন কি সেবা পাবে এবং কিভাবে তাদেরকে রীতিমত ফলোআপে রাখতে হবে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান/অভিজ্ঞতা ছিল না। সাপছড়ি কমিউনিটি ক্লিনিকে ২০১৫ সালের মে

মাসের পর থেকে (তিনদিনের প্রশিক্ষণ শেষে) গর্ভবতী মা ৪৬জন এবং ৫বছরের নীচের শিশু ২৬৯জন অনলাইন ডিএইচআইএস-২তে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে যা বিগত তিন বছরে রেজিষ্ট্রেশন করা হয়নি।

সিএইচসিপি তিনদিনের প্রশিক্ষণ শেষে অনলাইন ডিএইচআইএস২-তে ড্যাশর্বোড তৈরি করে নিজ কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিসংখ্যান ও তথ্যভিত্তিক চিত্র নিজেই দেখতে পারেন। এই প্রশিক্ষণ তাদের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাই এই ধরনের ট্রেনিং এর ধারাবাহিকতা স্বাস্থ্যসেবার সার্বিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে করেন।

কি করে স্বাস্থ্যসহকারী থেকে ভারপ্রাপ্ত পরিসংখ্যানবিদ উঠলাম

আমি সুহেল মামুন সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় একজন স্বাস্থ্যসহকারী হিসেবে যোগদান করি এপ্রিল ১৮, ২০১০ তারিখে। স্বাস্থ্যসহকারী হিসেবে কাজ করতে করতেই আমি মাঝে মাঝে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসে ডিএইচআইএস২ সফটওয়্যারের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতাম এবং ততকালীন পরিসংখ্যানবিদের সাথে আলোচনা করতাম। মাঝে মাঝে আমার জানা বিষয়গুলো তাকে বলতাম ও তাকে কখনো কখনো কাজেও সহযোগিতা করতাম। এভাবেই ডিএইচআইএস২ সম্পর্কে আমার বেশ ভাল ধারনা তৈরি হয়। বেশ কিছুদিন পরে দেখা যায় পরিসংখ্যানবিদ ডিএইচআইএস-২র কাজের কোনো প্রয়োজন হলেই আমাকে ডাকছেন আর আমিও আগ্রহের সাথে তার ডাকে সাড়া দিচ্ছি। এভাবেই ডিএইচআইএস২ সম্পর্কে আমার দক্ষতা অর্জিত হয়। দেখা যায় যে আমি তখন ডিএইচআইএস২ সার্ভারের সমস্ত কাজই মোটামুটি আয়ত্ত করে ফেলেছি। এর আগে থেকেই আমার কম্পিউটার, বিভিন্ন সফটওয়্যার ও ইন্টারনেট সম্পর্কে ধারনা ছিল।

একদিন এভাবে কাজ করতে করতেই জগন্নাথপুর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আঃ হাকিমের নজরে পরি। তিনি তখন থেকেই আমাকে ডিএইচআইএস২র পাশাপাশি পরিসংখ্যানবিদের অন্যান্য কাজ সম্পর্কেও ধারনা নিতে বলেন। এছাড়া ডিএইচআইএস-২র বা পরিসংখ্যানের কোন কাজের প্রয়োজন হলে আমাকে তিনি ডাকতেন। তিনি আমাকে এটাও বলেছিলেন যে সুযোগ হলে তিনি আমাকে পরিসংখ্যানবিদের দায়িত্ব দিবেন আর মুলত তখন থেকেই আমি পরিসংখ্যানবিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। আর আমার সপ্ন সত্যি হয় যখন আমি ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন বাস্তবেই জগন্নাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভারপ্রাপ্ত পরিসংখ্যানবিদ হিসেবে দায়িত্ব পাই। দায়িত্ব নেওয়ার পরই আমি দেখতে পাই পরিসংখ্যানবিদের কাজ একেবারে কম নয়। আমি আরও বুঝতে পারি যে একটু গুছিয়ে ও সময় নিয়ে কাজ করলেই আমি আমার সমস্ত কাজ সঠিক সময়েই শেষ করতে পারব। কিন্তু সমস্যা হল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ও মাঠ পর্যায় থেকে কর্মীগণ সময়মত রিপোর্ট বা তথ্য পাওয়া যায় না। এছাড়াও আমি ডিএইচআইএস-২ তে তথ্য পাঠাতে গিয়ে আরও যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করি তা হলঃ

১। উপজেলা, ইউনিয়ন ও সিসি থেকে রিপোর্ট প্রেরণকারীদের ডিএইচআইএস-২তে রিপোর্ট প্রেরনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

২। উপজেলা,ইউনিয়ন ও সিসি থেকে রিপোর্ট প্রেরণকারীগণ ডিএইচআইএস-২তে সময়মত রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন না।

৩। মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

৪। সুপারভাইজারগন নিয়মিত সিসি পরিদর্শন করেননা তাই সিএইচসিপি দের রিপোর্ট ভুল হলেও তাদের রিপোর্ট কেউ সংশোধন করে দিত না।

৫। এইচএ ও এফডব্লিউএ প্রতিটি সিসিতে সপ্তাহে তিনদিন বসার কথা থাকলেও বসছেন না।

৬। সিএইচসিপিগন নিয়মিত সিজি ও সিএসজি সভা আয়োজন করছেননা ও ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় যাচ্ছেন না তাই গর্ভবতী মা ও শিশুর হালনাগাদ তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে না।

৭। উপজেলা সিএইচসিপি সভাতেও সিএইচসিপিদেরকে তাদের ডিএইচআইএস২ তে প্রেরনক্রিত মাসিক ও ব্যক্তিগত রিপোর্টে কি কি ভুল ত্রুটি হয়েছে তা দেখান হত না।

৮। উপজেলা পর্যায় থেকেও নিয়মিত মাঠ পর্যায়ের কাজ তদারকি করা হত না।

৯। সিসি থেকে প্রেরনক্রিত ৪ টি রিপোর্ট প্রেরনের তালিকায় জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জের মধ্যে ৫ নং অবস্থানে ছিল।

১০। সিসি থেকে প্রেরনক্রিত গর্ভবতী মা ও শিশুর ব্যক্তিগত রিপোর্ট প্রেরনের তালিকায় জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জের মধ্যে ৮ নং অবস্থানে ছিল।

১১। অনেক সিএইচসিপি ডিএইচআইএস২ তে ডাটা পাঠাতে পারছিলো না কারন তাদের সিসি বা বাড়িতে কারো কারো উভয় জায়গাতেই বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ছিল না।

সমস্যাগুলো সমাধানে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো হলোঃ

১। এইচএমআইএস কনসালটেন্টের সহযোগিতায় প্রতিটি সিএইচসিপি মাসিক সভায় ডিএইচআইএস-২ তে ডাটা-এন্ট্রি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার ব্যবস্থা করি।

২। উপজেলা সভা থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে সিএইচসিপি-দেরকে মাসিক ও গর্ভবতী মা ও শিশুর ব্যক্তিগত রিপোর্ট অবশ্যই প্রতি মাসের ৭তারিখের মধ্যে ডিএইচআইএস২তে পাঠাতে হবে। এরপরেও যারা সময়মত রিপোর্ট পাঠাতে পারেনা তাদেরকে ফোন করে দ্রুত রিপোর্ট পাঠাতে তাগদা দেয়া হয়।

৩। ইউএইচএফপিও ও ইউএফপিও সারের সাথে কথা বলে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের ব্যবস্থা করি।

৪। ইউএইচএফপিও স্যারের মাধ্যমে নির্দেশনা দেওয়া হয় যে এখন থেকে এইচআই/এএইচআই সিসি পরিদর্শনের সময় সিসি তে রক্ষিত চেকলিষ্ট পুরন করবে ও তা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে জমা দেবে যেন ইউএইচএফপিও উপজেলার সব কমিউনিটি ক্লিনিকের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। এছাড়া সিএইচসিপি ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় যাচ্ছে কিনা ও তার এলাকার মা ও শিশুর তালিকা হালনাগাদ হয়েছে কিনা তাও এইচআই/এএইচআই লক্ষ্য রাখবেন।

৫। ইউএইচএফপিও সারের মাধ্যমে নির্দেশনা দেওয়া হয় যে সিসিগুলোতে নিয়মিত সিজি ও সিএসজি সভা আয়োজন করতে হবে। এইচএ ও এফডাব্লিওএ সপ্তাহে ৩ দিন করে ক্লিনিকে বসছে কিনা তা মনিটর করবে এইচআই/এএইচআই এবং রিপোর্ট করবে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে

৬। সিএইচসিপি মাসিক সভায় সিএইচসিপি দের রিপোর্টের ভুল সংসধনের পাশাপাশি রিপোর্টের গুণগত দিকটিও দেখার ব্যবস্থা করা হয়।

৭। উপজেলা থেকে সিসি তে আর বেশি পরিদর্শনের এর ব্যবস্থা করা হয়।

৮। সিএইচসিপি গন যেন ১০০ ভাগ মাসিক ও ব্যক্তিভিত্তিক-রিপোর্ট ডিএইচআইএস-২তে পাঠায় তার জন্য এইচএমআইএস কনসালটেন্টের সহযোগিতায় পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়।

৯। প্রতি মাসের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে ১টি মডেম যুক্ত কম্পিউটার প্রস্তুত রাখা হয় সেই সিএইচসিপি-দের জন্য যারা বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এর

কারনে ডিএইচআইএস-২তে তাদের রিপোর্ট পাঠাতে পারছে না। সিএইচসিপি-রা ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকে তে বসে সেবা দেবে ও পরবর্তী সময়ে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে এসে রিপোর্ট পাঠাবে।

১০। এই উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে সিএইচসিপি-দের মধ্য থেকে ইউনিয়ন পর্যায় ১জন লিডার নির্বাচন করা হয়েছে যার দায়িত্ব তার নিজের রিপোর্টের পাশাপাশি ইউনিয়নের অন্য সিএইচসিপিদেরকে সহযোগিতার মাধ্যমে ১০০ভাগ রিপোর্ট নিশ্চিত করা।

১১। এছাড়া অনবরত ইউএইচএফপিও ও এইচএমআইএস কনসালটেন্ট এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সিএইচসিপি দের যেকোনো সমস্যাই ফোনের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করি।

১২। দুর্বল ও পিছিয়ে পরা সিএইচসিপিদেরকে ফোনের মাধ্যমে পরামর্শ ও উৎসাহ দেওয়া। পাশাপাশি সিসি গুলোতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করি।

১৩। মাসিক সভায় সিএইচসিপিদের প্রাথমিক আইসিটি সমস্যার সমাধান করে দেই।

১৪। এইচএ ও এফডাব্লিওএর থেকে যেন সিএইচসিপি তার এলাকার সব গর্ভবতী মা ও ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর ব্যক্তিগত তথ্য যেন সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য সব এএইচআই ও এফপিআই দের সাথে কথা বলি।

এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বেশ কিছু ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গিয়েছে যার কিছু নীচে দেয়া হলঃ

১। জগন্নাথপুরের ২০১৪ সালে যেখানে ৪ টি সিসি মাসিক রিপোর্টের শতকরা হার ছিল ফরম-১: ৩৫.৬, ফরম-২: ৩৫.৬, ফরম-৩: ২৯.৯ ও ফরম-৪: ০.৩৫। সেখানে ২০১৫ সালে ৪ টি সিসি মাসিক রিপোর্টের শতকরা হার ১০০ ভাগ। সিলেট বিভাগের ৩৮ টি উপজেলার মধ্যে মাত্র ২ টি উপজেলাই সুধুমাত্র সিসির ৪ টি রিপোর্ট ১০০ ভাগ করেছে জগন্নাথপুর সহ।

২। জগন্নাথপুরের ২০১৪ সালে যেখানে গর্ভবতী মা ও ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর এন্ট্রির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৮৬ ও ২,৬৬৯ সেখানে ২০১৫ সালে গর্ভবতী মা ও ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর এন্ট্রির সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে ১,২৩৪ ও ৮,৩৫৮। যা কিনা শুধু সুনামগঞ্জই নয় সিলেট বিভাগের ৩৮ টি উপজেলার মধ্যেই সেরা।

৩। এছাড়া উপজেলার রিপোর্টেও জগন্নাথপুর ২০১৪ থেকে ২০১৫ সালে অনেক ভাল করেছে।

নেতৃত্বে নেত্রকোনা

মা, নবজাতক ও শিশু সেবা বঞ্চিত পরিবারসমূহকে কার্যকরভাবে ট্র্যাকিং ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য বা সমতার ঘাটতি কমিয়ে আনার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের জন্য একটি কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নেত্রকোনা জেলায় ইউনিসেফ এর সহায়তায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মা, নবজাতক ও শিশু সেবা বঞ্চিত রোগী/ পরিবারসমূহকে কার্যকরভাবে ট্র্যাকিং করে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনার এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কমিউনিটি এইচএমআইএস ব্যাবস্থা তৈরি করা

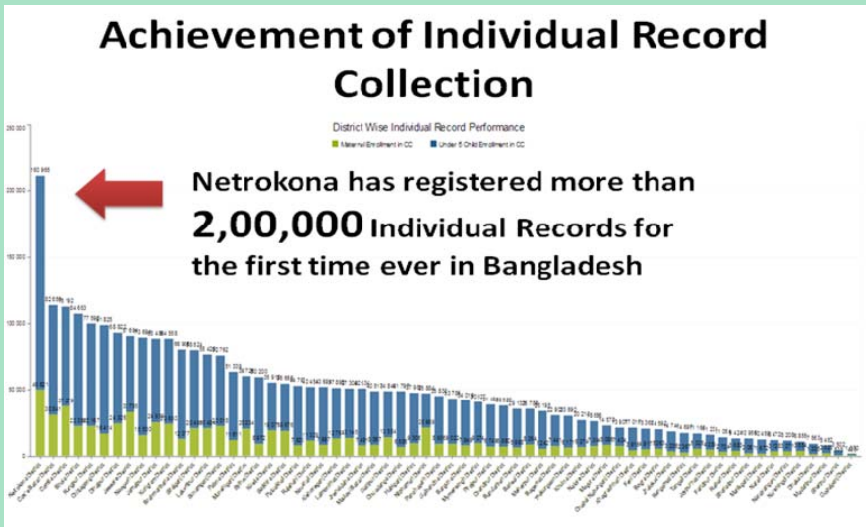

বাংলাদেশের অন্য সকল জেলাকে ছাড়িয়ে নেত্রকোনা জেলার রয়েছে দুই (২) লক্ষাধিক গর্ভবতী মা ও ৫ বছরের নিচে শিশুদের অনলাইন ডাটাবেজ

হয়েছে। এই কমিউনিটি এইচএমআইএস এর মাধ্যমে কমিউনিটিতে ডিফল্ট ট্র্যাকিং করে এএনসি, প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী, পিএনসি, টিকা এবং নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়া ব্যাবস্থাপনার কার্যকর হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব হয়েছে। এই সকল উদ্যোগের ভবিষ্যতে টিকে থাকা নিশ্চিতকল্পে এবং সন্তোষজনক মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার জন্য কমিউনিটি সাপোর্ট সিস্টেম (ComSS) গড়ে তোলা হয়েছে এবং তা স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই সকল সেবা সমূহকে আরও সমৃদ্ধ করতে মা, নবজাতক ও শিশু সুরক্ষায় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা সদর হাসপাতাল সমূহে কার্যকরী রেফারেল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

নেত্রকোনা জেলার সকল কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP) এর সাথে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিপল্বনা বিভাগের সকল কর্মী, তাদের সুপারভাইজার, সকল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ম্যানেজার এবং পরিশেষে জেলা পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দের সম্মিলিত প্রয়াসে ইনডিভিজুয়াল রেকর্ড রেজিস্ট্রেশনে নেত্রকোনা জেলা বাংলাদেশের সকল জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছে। এই বৃহৎ অর্জনের পেছনে মূখ্য ভূমিকা পালনকারী উদ্যোগগুলো হলোঃ

* জেলার সকল সিএইচসিপি ডিএইচআইএস সফটওয়্যার এর ব্যাবহারের উপর প্রশিক্ষণ ও চাকুরীকালীন পরামর্শ পেয়েছে এবং তারা এর সঠিক ব্যাবহার করতে পারে
* মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করার ব্যাপারে স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী ও সিএইচসিপি এর কার্যকর মেলবন্ধন কাজ করছে
* সকল কমিউনিটি গ্রুপকে কার্যকর করা হয়েছে; তাদের মাসিক মিটিং নিয়মিত হয় এবং এ মিটিংগুলোতে মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যের (এমএনসিএইচ) বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়
* স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সুপারভাইজারগণ নিয়মিত মাঠের কার্যক্রম মনিটর করেন। তারা কমিউনিটি ক্লিনিকে ভিজিট করেন এবং রেজিস্টার ও ডিএইচআইএস-২ এর তথ্য হালনাগাদের বিষয়ে তাগিদ দিয়ে থাকেন
* উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত মাসিকসভা হয়ে থাকে এবং সভায় এ অনলাইন তথ্যের ভিত্তিতে সকল কর্মীর পূর্ববর্তী মাসের কাজের পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। মিটিঙে ভাল কাজের পুরস্কার স্বরূপ কর্মী ও তাদের সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার কে উপজেলা ম্যানেজার এর পক্ষ থেকে উৎসাহমূলক পুরস্কার দেয়া হয়
* জেলা পর্যায়ের সভায়ও একইভাবে তথ্যের ভিত্তিতে উপজেলা কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সকল উপজেলা তাদের অর্জন, বাধা এবং বাধা উত্তরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উপস্থাপন করে।

নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলার মাসিক মিটিং এ রায়দুম রুহী কমিউনিটি ক্লিনিক এর সিএইচসিপি কে সবচেয়ে ভাল কাজের সম্মাননা স্বরূপ পুরস্কৃত করেন জেলার সিভিল সার্জন। এ সময়ে জেলার ডিডিএফপি, ডিএমসিএইচআইও ও সদর উপজেলার ইউএইচএন্ডএফপিও উপস্থিত ছিলেন।

আটপারা উপজেলার মাসিক মিটিং এ সবচেয়ে ভালো কাজের জন্য শ্রীপুর চারিগাভীয়া কমিউনিটি ক্লিনিক এর সিএইচসিপি ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য পরিদর্শককে পুরস্কৃত করছেন উপজেলার ইউএইচএন্ডএফপিও

কাপাসাটিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের ডিফল্ট ট্র্যাকিং সিস্টেম দেখছেন জনাব এডুয়ার্ড বিগবেদার, ইউনিসেফ বাংলাদেশ কান্ট্রী রিপ্রেজেনটেটিভ

বিগত ০৮/১২/২০১৫ ইং তারিখে ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর কান্ট্রী রিপ্রেজেনটেটিভ জনাব এডুয়ার্ড বিগবেদার নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলার মদন ইউনিয়নের কাপাসাটিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক ভিজিট করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন নেত্রকোনা জেলার ডেপুটি কমিশনার, জেলা হাসপাতালের নবজাতক কনসালটেন্ট, ইউএনও, ইউএইচএন্ডএফপিও সহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। তার সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফ ঢাকা বিভাগের ফিল্ড অফিস প্রধান জনাব মোঃ ওমর ফারুক, স্বাস্থ্য অফিসার জনাব ডাঃ মোঃ আলমগীর হোসেন, পুষ্টি অফিসার জনাব ডাঃ মোঃ আলমগীর, এইচএমআইএস কনসালট্যান্ট জনাব মোঃ রেজওয়ান আখতার সহ আরও অনেকে। জনাব এডুয়ার্ড কাপাসাটিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি, স্বাস্থ্যসহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীর সাথে অত্র এলাকার মা ও শিশু স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন এবং তাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে অবগত হন। এ সময়ে উপস্থিত কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যগন তাকে ক্লিনিকের সামাজিক মানচিত্র এবং এর দ্বারা গর্ভবতী মা, নবজাতক ও শিশু খুঁজে বের করার প্রায়োগিক দিকগুলো অবহিত করেন। এক্ষেত্রে তিনি কমিউনিটি এইচএমআইএস ব্যাবহার করে ক্লিনিকের সিএইচসিপি এর ডিফল্ট ট্র্যাকিং কার্যক্রম দেখেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

“জীবন রক্ষার্থে ডিফল্ট ট্র্যাকিং সিস্টেম কমিউনিটিতে কার্যকর সেবা প্রদান করছে”

এডুয়ার্ড বিগবেদার
কান্ট্রী রিপ্রেজেনটেটিভ
ইউনিসেফ বাংলাদেশ

তাতীয়র কমিউনিটি ক্লিনিক এর রেজিস্টারে সঠিকভাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের তথ্য সংরক্ষণের ছবি তুলছেন জনাব ডাঃ মোঃ খায়রুল হাসান, ডেপুটী চীফ (প্ল্যানিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর ডেপুটী চীফ (প্ল্যানিং) জনাব ডাঃ মোঃ খায়রুল হাসান বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইং তারিখে নেত্রকোনা সদর উপজেলার ঠাকুরাকোনা ইউনিয়নের তাতীয়র কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করেন। এ সময়ে তার সাথে ইউনিসেফ এর স্বাস্থ্য অফিসার জনাব ডাঃ মার্গুব আরেফ জাহাংগীর, এইচএমআইএস কনসালট্যান্ট জনাব মোঃ রেজওয়ান আখতার, জেলা ডিএমসিএইচআইও, জেলা ডিএনএসও, জেলা ইপিআই সুপারইনটেনড্যান্ট এবং এনজিও প্রতিনিধি সহ অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাতীয়র সিসি তে কমিউনিটি এইচএমআইএস কার্যক্রম, ডিফল্ট ট্র্যাকিং, মা ও শিশু স্বাস্থ্য রেজিস্টার, স্বাস্থ্য ম্যাপ, সিজি মিটিং, মিটিং রেজ্যুলেশন ও রোগীর রেফার কার্যক্রম দেখেন ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি সিসির ভালো কাজগুলোকে মডেল হিসেবে অন্যান্য অনগ্রসর ক্লিনিকে প্রতিস্থাপনের জন্য নিজের উদ্যোগের পরিকল্পনা ব্যাক্ত করেন এবং এ সংক্রান্ত নমুনা সংগ্রহ করেন। এ সময় তিনি সিএইচসিপির দ্বারা অনলাইনে মা ও শিশু রেজিস্ট্রেশন এবং তাদের ডিফল্ট ট্র্যাকিং এর চাক্ষুষ কার্যক্রম দেখেন এবং প্রশংসা করেন। এ কার্যক্রমে সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টির জন্য ক্লিনিকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তিনি অনুরোধ করেন।

সম্পাদক মণ্ডলী

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ডাঃ আবুল কালাম আজাদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রশাসন ও
লাইন ডাইরেক্টর, এইচআইএস ও ই-হেলথ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক
মোঃ আশরাফুল ইসলাম বাবুল
ডেপুটি চীফ, এমআইএস-হেলথ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সুখেন্দু শেখর রায়
সিস্টেম এনালিস্ট, এমএইএস-হেলথ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডাঃ সুলতান সামিউল বাশার
দপ্তরবিহীন, এমএইএস-হেলথ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডাঃ শুখরাত রাখিমজানভ
হেলথ ম্যানেজার, ইউনিসেফ

সদস্য
নাঈম আল মিফতাহ্
হেলথ এমএইএস কনসালটেন্ট
এমএইএস-হেলথ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মোঃ রেজওয়ান আখতার
হেলথ এমএইএস কনসালটেন্ট
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, নেত্রকোনা

হারেজ আল মামুন
হেলথ এমএইএস কনসালটেন্ট
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, জামালপুর

মোঃ নুরুল ইসলাম শরীফ
হেলথ এমএইএস কনসালটেন্ট
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, রংপুর

উসিমং মার্মা
হেলথ এমএইএস কনসালটেন্ট
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি

উসাইমং মার্মা
হেলথ এমএইএস কনসালটেন্ট
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, বান্দরবান

মুনিম রশীদ
হেলথ এমএইএস কনসালটেন্ট
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, কক্সবাজার

মোঃ ইফতেখার হোসেন
হেলথ এমএইএস কনসালটেন্ট
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ

আবুল হায়াত মাহমুদ হোসাইন
হেলথ এমএইএস কনসালটেন্ট
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম

শীলা সরকার
হেলথ এমএইএস কনসালটেন্ট
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ১২১২
ওয়েব: www.dghs.gov.bd । ই-মেইল: info@dghs.gov.bd

Canada unicef